দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ··· 17 MAR 2004 ···
পৃষ্ঠা ··· ৩ ··· কলাম ··· ৪ ···

ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের ভর্তি বাণিজ্য দুই ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজে এবার ছাত্রলীগ নেত্রীদের ভর্তি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। চাপের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি বাণিজ্যের বৈধতাও দিয়েছে। গত শনিবার ছাত্রলীগ নেত্রীরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে অবরুদ্ধ করলে রবিবার কর্তৃপক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তি করাতে রাজি হয়। তবে এ ভর্তি বাণিজ্যের বিরোধিতা করায় কলেজের উপাধ্যক্ষকে ওএসডি এবং ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে বদলি করা হয়েছে। ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের ভর্তি বাণিজ্যের প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। পরে দুই সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভর্তি বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান।

বিরোধিতা করায় উপাধ্যক্ষকে ওএসডি এবং ভর্তি কমিটির আহবায়ককে বদলি করা হয়েছে

কলেজের সংশ্লিষ্টরা জানান, ইডেন কলেজে তিনটি অনুষদের মাধ্যমে প্রতিবছর মোট ৪ হাজার ৪২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কলা অনুষদে ২ হাজার ৩৭৫টি, বিজ্ঞানে ১ হাজার ১২৫টি এবং বাণিজ্যে ৯২০টি আসন রয়েছে। এবারের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলে মেধা ক্রম অনুযায়ী কলা অনুষদে ২৪৫০ জন, বিজ্ঞানে ১৭৫০ জন এবং বাণিজ্যে ১৭৫০ জনকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়। কিন্তু কলা অনুষদের সাক্ষাৎকার ২১২৩ পর্যন্ত নেয়ার পর গত ১১ মার্চ বন্ধ করে দেয়া হয়। গত শনিবার অপেক্ষমাণ তালিকা টানিয়ে দেয়া হলে ছাত্রলীগ নেত্রীরা তা ছিঁড়ে ফেলে। এইদিনে তারা অধ্যক্ষের কাছে অবৈধভাবে ভর্তির জন্য একটি তালিকা দেন। তাদের তালিকায় দুশ ভর্তিচ্ছুর নাম ছিল। তবে অধ্যক্ষ ৫০-এর বেশী আসনে ভর্তি করাতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ছাত্রলীগ নেত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির সদস্যদের কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ রাখা হয়। ঘটনার পরে এক প্রকার সমঝোতার মাধ্যমে রবিবার সকাল ১০টায় একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নামেমাত্র অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ডাকা হয়েছে। সেই অনুযায়ী মেধা তালিকার ২৩৫০ ক্রমিক নম্বর পর্যন্ত ছাত্রীদের গতকাল সোমবার সাক্ষাৎকার নেয়ার কথা। এরপর থেকে ভর্তি বাণিজ্যের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ইডেন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভানেত্রী ফেরদৌস শামীমা নিপুন বলেন, সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্রী ভর্তি করানো হচ্ছে। এখানে ছাত্রলীগের হস্তক্ষেপের প্রশ্নই আসে না। এটা হাস্যকরও বটে। ছাত্র ফ্রন্টের মিছিল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে কিছু শিবির ও ছাত্রদলের মেয়েরা পরিকল্পিতভাবে মিছিল করেছে। এটা ছাত্র ফ্রন্টের মিছিল নয়। শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করা সম্পর্কে তিনি জানান, গত শনিবার ছাত্রলীগের মেয়েরা প্রতিদিনের মতো হল গেটের সামনে সমবেত হয়েছিল। অবরুদ্ধ করা অবান্তর বিষয়।

কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, প্রথমদিকে অধ্যক্ষ অবৈধ ভর্তিতে সম্মত না হলেও তিনি শনিবার রাতে রাজী হন। তবে কলেজের উপাধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক একমত না হওয়ায় গতকাল উপাধ্যক্ষকে ওএসডি করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) এবং ভর্তি কমিটির আহ্বায়ককে সাইফুল ইসলাম খানের এমএম কলেজে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বদলি করা হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ মাহফুজা চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে কলা অনুষদের সাক্ষাৎকার গত কয়েকদিন বন্ধ ছিল বলে তিনি জানান।

ছাত্রলীগের ভর্তি বাণিজ্যের প্রতিবাদে কলেজ ক্যাম্পাসে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির কলেজ শাখা সভাপতি আফসানা কলি ও সাধারণ সম্পাদক সুরমানা আফরোজ আশা। সমাবেশ শেষে ফ্রন্টের নেত্রী আফসানা কলির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্রী ভর্তির দাবি জানান। ছাত্র ফেডারেশন নেত্রীবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রলীগ নেত্রীদের ভর্তি বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান।